হনুমানের মায়ের নাম ছিল অঞ্জনা। বানরের স্বভাব যেমন হইয়া থাকে, অঞ্জনার স্বভাব ছিল অবশ্য তেমনই। হনুমান কচি খোকা, তাহাকে ফেলিয়া অঞ্জনা বনের ভিতর গেল ফল খাইতে। বনে গিয়া সে মনের সুখে গাছে গাছে ফল খাইয়া বেড়াইতে লাগিল, এদিকে খোকা বেচারা যে ক্ষুধায় চেঁচাইতেছে; সে কথা তাহার মনেই হইল না।

হনুমান বেচারা তখন আর কী করে? চেঁচাইয়া সারা হইল, তবু মার দেখা নাই, কাজেই তাহাকে নিজেকেই কিছু খাবারের চেষ্টা দেখিতে হইল। সেটা ছিল ভোরের বেলা, টুকটুকে লাল সূর্যটি তখন সবে বনের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছে। সেই টুকটুকে সূর্য দেখিয়াই হনুমান ভাবিল ওটা একটা ফল। অমনি আর কথাবার্তা নাই, সে এক লাফে আকাশে উঠিয়া ভয়ানক সোঁ সোঁ শব্দে সেই ফল পাড়িয়া খাইতে ছুটিল।

তোমরা আশ্চর্য হইও না। হনুমান তখন কচি খোকা বটে, কিন্তু সে যে-সে খোকা ছিল না, সে কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সেই শিশুকালেই তাহার বিশাল দেহ ছিল, আর গায়ের রংটি ছিল সেই ভোরবেলার সূর্যের মতোই ঝকঝকে লাল। দেব দানব যক্ষ সকলেই তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

(হনুমানের বাল্যকাল/উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী)

প্রশ্নমালা ঃ

১. হনুমানের মায়ের নাম কী? সে শিশু হনুমানকে রেখে কোথায় গিয়েছিল?
২. হনুমান নিজেই খাবারের চেষ্টায় বেরোল কেন?
৩. শিশু হনুমানের চেহারা কেমন ছিল?
৪. হনুমান ভোরের সূর্যকে ফল ভেবেছিল কেন?
৫. সূর্যকে খেতে গিয়ে হনুমান কী করল?
৬. দেবতা দানব যক্ষ সকলেই হনুমানের কাণ্ড দেখে অবাক হল কেন?

REDMI NOTE 6 PRO